যুগান্তর

তারিখ 27 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

পরীক্ষা না দিয়েই পাস

কারিগরি বোর্ডের তিন কর্মকর্তাকে অব্যাহতি

যুগান্তর রিপোর্ট

পরীক্ষা না দিয়ে পাস করানোর ঘটনায় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তিন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি ও বিভাগীয় মামলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া পরীক্ষা না দিয়ে পাস করা ২৫ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হচ্ছে। পাশাপাশি এ বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমানসহ শীর্ষ ছয় কর্মকর্তাকে 'সতর্ক' করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর আগে ভুয়া ভাউচারে সম্মানী নেয়ায় চেয়ারম্যানকে 'সতর্ক' করা হয়েছিল।

বারবার অপরাধ প্রমাণের পরও কোনো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিয়ে চেয়ারম্যানকে শুধু সতর্ক করা এবং জালিয়াতের ঘটনায় জড়িত তিনজনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা না করায় শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এ ঘটনা তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা যুগান্তরের কাছে অভিযোগ করেন; তদন্তকালে তাদের মোটা অঙ্কের টাকা ঘুষ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এতে রাজি না হওয়ায় নানা ভাষায় হুমকি পর্যন্ত দেয়া হয়। এমন ঘটনায় জড়িতদের নামমাত্র শাস্তি

■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

কারিগরি বোর্ডের তিন কর্মকর্তাকে অব্যাহতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেয়া ঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেন তারা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ থেকে মঙ্গলবার এসব ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা পাঠানো হয়। ওই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব মো. আলমগীর সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে যুগান্তরকে বলেন, অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় কিছু প্রশাসনিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে বৃহস্পতিবার বোর্ডের কর্মকর্তারা এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেননি বলে জানা গেছে।

দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া তিনজন হলেন— এ বোর্ডের সিস্টেম অ্যানালিস্ট একেএম শামসুজ্জামান, সহকারী প্রোগ্রামার মুহাম্মদ হাসান ইমাম ও ওরাকল স্পেশালিস্ট ওমর ফারুক। আর চেয়ারম্যান ছাড়া যাদের সতর্ক করা হয়েছে, তার হলেন— বোর্ডের সচিব মো. নায়েব আলী মণ্ডল, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সুশীল কুমার পাল, পরিচালক (শিক্ষাক্রম) মো. আখতারুজ্জামান, উপরেজিস্ট্রার খোরশেদ আলম, উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নুর-ই-ইলাহী। এই ৬ জনের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগ প্রমাণিত হয় তদন্তে।

এক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি মন্ত্রণালয়ের মাদ্রাসা ও কারিগরি বিভাগের একটি কমিটি তদন্ত করে। তাতে নবম শ্রেণীতে পরীক্ষা না দেয়া সত্ত্বেও জালিয়াতি করে ২৫ জনকে এসএসসি ভোকেশনাল পাস করানোর ঘটনা ধরা পড়ে। এরা ২০১৬ সালের পরীক্ষায় পাস করেছে। বোর্ডের একটি বড় সিন্ডিকেট এই অপকর্মে জড়িত। এই বোর্ডের অপকর্মের বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গেলে ২০০৫ সালে দুই সাংবাদিককে তৎকালীন চেয়ারম্যানের নির্দেশে কর্মচারীরা বেধড়ক মারধর করে। সেই থেকে এই বোর্ডে কোনো গভর্নিং বডি নেই।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (কারিগরি) সুবোধ চন্দ্র ঢালী যুগান্তরকে বলেন, এই বোর্ডে নানান অনিয়ম আছে। ২০০৫ সাল থেকে বোর্ডটিতে কোনো পরিচালনা পর্ষদ বা বোর্ড কমিটি নেই। জেনেশুনে বুঝেই সংশ্লিষ্টরা এ বিষয় মন্ত্রণালয়কে জানাতেন না। বোর্ড কমিটি থাকলে হয়তো এসব অপকর্ম ঘটত না। এ ব্যাপারে একটি গভীর অনুসন্ধান ও তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করেন এই কর্মকর্তা।